হেরে গেছি এবার আমি! তুমিই বলো, সুয়িস পনিরের সাথে কোন পাউরুটি খেতে ভাল লাগবে।

তুষিযুক্ত আটার রুটি!

ওটা বলার দরকার নেই। বলো একটা মেয়ে...

ওহো! ওটা ছাড়া আর কথা নেই!

আর্চী আর শ্লেষ

তুমি তোমার সেই ঠাণ্ডায় জমা মাল কোথায় রেখেছ?

আমি জানিনা, কিন্তু হাঁ. তোমার উত্তর নিশ্চয়ই কোন ঠাণ্ডা জিনিসই হবে।

ঠাণ্ডা বরফের ব্যাংকে!

হা-হা! ওটাই ঠাণ্ডা!

আমার মনে হচ্ছে ভেরোনিকার ব্যাংক জোকে রুচি নেই।

তাহলে এখন আমাদেরও চুপ থাকা উচিত।
হা-হ্ম!
আ...উ...হ!
তোমার এইসব ঠাট্টা-তামাশা বাজে লাগছে।
আমার ঠাট্টা-তামাশা একটা পাখির বাজে লেগেছিল।
ওটা একটা কোকিল ছিল।
না, ওটা ময়না ছিল।
পাগলে! ওটা ছিল সুন্দর এক বুলবুল।
এসব ঠাট্টা-তামাশা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি চললাম।
আরে, ভেরোনিকা, দাঁড়াও!
ঠিক আছে, যদি তুমি আমাকে আজ রাতের ডিনারে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আজকের মতো ঠাট্টা-তামাশা বন্ধ করো।
ঠিক আছে, আমি ভাল শব্দও বলব না।
আরে ব্যাপারটা তো একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কিছু একটা করতে হবে।
বাজি রাখছি, তুমি ঠাট্টা-না করে থাকতে পারবে না।
যেটা করব বলে মনস্থির করি, সেটা করেই থাকি।
তাই নাকি? কিন্তু এর জন্য মনটাও তো থাকা দরকার!
জানো, অনেক দিন ধরে কিছু একটা পোষার কথা ভাবছি।
ভালেই তো।
পদ্মিনীকে পুষলে কেমন হবে?
হ... হ্যাঁ!
শুনছো না তুমি, পদ্মিনী? আমি পোষা পদ্মিনীর কথা বলছি।
শুনেছি বাবা, শুনেছি!
আমি জানতাম যে তুমি এটাই বলবে। আমি পদ্মিনী হস্তিনীর কথা বলছি না, পদ্মিনী মোটর গাড়ীর কথা বলছি।
ওফ, তুমিও?
তারপর আমি আর আমার পদ্মিনী হব একসাথে।
তুমি ও তোমার...

বলো, পদ্মিনী কনককে দেখে কি করে ?
আমি জানি না।
২
পদ্মিনী কনককে খেয়ে ফেলতে চায়।
কিন্তু কেন ?
পদ্মিনী অর্থাৎ হস্তিনীর কনক অর্থাৎ ধুতুরা পছন্দ বলে।
তুমি আমাকে পাগল করে দেবে।
৩
আচ্ছা, বলো, মেঘ থেকে কেন বৃষ্টি পড়ে ?
আমি জানি যে তুমি বলতে পারবে না।
তাহলে তুমিই বলে দাও না।
কারণ বিজলীকে দেখে সব জল হয়।
এসো, ভেরোনিকা, আমরা যাই! অনেক দেরী হয়ে গেছে।
তোমার বাড়ী এসে গেছে। আমি তোমাকে ৬টার সময় নিতে আসব।
ঠিক আছে, আর্চী।
আমি তোমার জন্য গর্বিত। তুমি নিজের কথা রেখেছ। তোমার মুখ থেকে ঠাট্টা-তামাশার কথা বের করার জন্য ও কত চেষ্টা করেছিলো।
হ্যাঁ। এখন শান্তিতে আছি। এটাই ছিল প্রকৃত শান্তি।
উফ! ওটা এখুনি বেরোচ্ছিল বলে।
এটাই তো জীবনের খেলা, আর্চী। কখন কি হবে বলা যায় না।
তুমি আমার সাথে ডিনার একরকম জিতেই নিয়েছ, কিন্তু খাবারের থালায় হাত লাগানোর আগেই থালাটা ছুটে বেরিয়ে গেছে।

ডেনিস দি মেনিস

হ্যালো! ডেনিস!
অনুমতি নেবার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে।
রাস্তা পার করার জন্য...
এসো, আমরা দেশভক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতি দিবস পালন...
সেটা কিভাবে?
তুমি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হয়ে যাও!
চুপ!
আর এটা হল অফিস।
তুমি কি হবে?
আমি?
আমি হব দেশের প্রথম মহিলা
মনে করো মিস্টার প্রেসিডেন্ট তোমার জন্য সকালের চা এনেছি!
?
ডেনিসকে ঘর-ঘর খেলার জন্য রাজি করালে কি করে
শুধু ঠিকানা বদালে।
এবার খেলা রাষ্ট্রপতি ভবনে হচ্ছে।

©2002 North America Synd.

শিক্ষিত বাবা

ফ্রাঙ্ক জনসন

তুমি তোমার ঐ দুর্গন্ধযুক্ত চুরুট এখানে খাবে না, বুঝেছ?

ঠিক আছে, বাবা!

আমি এখুনি বাইরে চলে যাচ্ছি এটা খাবার জন্য।

শহরের সীমা

আগের মতন এখন আর ধূমপানে মজা নেই।

স্থানীয় ধূমপান ক্ষেত্র

লরেল আর হার্ডী

ভালবাসা অদৃশ্য

জীবনটা কত অসহায়! কেউ একটু ফোন পর্যন্ত করে না। ওলিকেও দেখছি না।

মনে হচ্ছে নিজের পড়ার ঘরেই সারাটা দিন বন্দী হয়ে থাকে।

দুম!

ধুম!

এই আওয়াজ আর কানে সহ্য হচ্ছে না।

কড়াক্!

খটাং!

এসব যে করছে, সে আমাকে কিছু করার থেকে বেশী কিছু করেছে বলে মনে করছে।

তখনই —

চিঁ চিঁ!

আর...

আ...আ...হ!

পালাই!

ওলি! তুমি নিজেকে কেমন করে ফেলেছ?

নড়াচড়া

আমি তো নিজেকে কিছু করিনি, স্ট্যানলী - কিন্তু আমার এই নতুন বন্ধুকে তোমার কেমন লাগছে?

আমি একে টানবো না। কারন এক মিনিট পর বোতাম টিপে আমি ওকে চালু করে নেব।

তুমি আমার জন্য কিছু না করে ওটাকে নিয়ে মেতে রয়েছ?

তুমিও ঠিক অন্যের মতো হয়ে গেছ! কেউই এখন আর আমাকে ভালবাসে না বা দেখাশুনো করে না।

আমি উধাও হয়ে গেলেও কেউ খোঁজ নিতে আসবে না।

উধাও, নিঃসন্দেহে! স্ট্যানলী এবার কি করবে বলে ভাবছে? যাইহোক, আমাকে তৈরী থাকতে হবে।
সুইচ!
ঘড়ঘড়!
ওহো! একী হল?
খক্-খক্-খক্
হুড়মুড়!
স্ট্...স্ট্যানলী! তুমি ঠিক আছ তো? আজব ব্যাপার!
ও উধাও হয়ে গেল! যেটা মুখে বলল, সেটা করে দিল।
যদি স্ট্যানলী উধাও হয়ে যায়, তাহলে ওকে খুঁজে বের করার জন্য আমাকেও অদৃশ্য হতে হবে।
এটা সত্যি যে ও এখানে নেই! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
আহ, দরজা! হ্যাঁ, এটা দিয়ে হয়তো নতুন জগতে যাওয়া যাবে।
সত্যি, এই নতুন জগতটা তো বড় বিপজ্জনক!
হোঁচট!
স্ট্যানলী বাইরেই হতে পারে।
টলমল!
কিন্তু...
ভেতরে না আছে কোন ব্যক্তি, আর না আছে কোন জিনিস। এবার...?
আউ! উহ্! একটা গাছ!

হয়তো ও এখানে লুকিয়ে রয়েছে...
ছপাক!
আহগ!
গুর্‌র্‌র্‌! একেবারে ভিজে গেলোম। কারোর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
সরু পা দুটো... পায়জামা... নিশ্চয়ই স্ট্যানলী হবে।
বেরিয়ে যাও, বদমাশ কোথাকার! এটাই আমার শেষ কথা।
আউ! একী হল?
থাপ!
এই উপায়টা ঠিক হয়নি। শুধু ধাক্কা খেতে-খেতে গোটা শরীরটা ব্যথা হয়ে গেছে!
ওখান থেকে কোন শব্দ কানে আসছে। গিয়ে দেখি তো।
কিন্তু...
এখনো পর্যন্ত কিছুই নেই...
কিচ্ কিচ্! চিঁ চিঁ!
এত সব বিড়াল! পালাই!
চিঁ চিঁ-কিচ কিচ্!
মিউ মিউ
বেহালাটা হয়তো বেশী জোরে বাজছিল না। যাইহোক এটা কেমন হয় দেখি।
টম টম! টম টম!
আওয়াজ বন্ধ করো!
বন্ধ করবে, না আমি আরও কিছু বাজাতে দেব।
বন্ধ করো!
উইআ!
টম টম! টম টম!
এতে কেউ আপত্তি করবে না।
TOOT-TOOT
ওয়ো!

আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। বুঝেছ?

ট...উ...টু...

পোঁ...পোঁ...

ট...উ...টু!

হু...ই...শ

ওহো! ইশ্!

ছপ্!

তুমি কেন...

বন্ধুরা, আজকের মতো ওলির সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ হল।

পরে —

এর সঠিক আইডিয়া আমি পেয়ে গেছি। আমি সব রং করতে থাকলে স্ট্যানলী বাইরে বেরিয়ে আসবে।

তাহলে—

ফ...শ

ছপাক্!

হ্যাঁ, সবকিছু ঠিকমত হচ্ছে। এবার স্ট্যানলী তাড়াতাড়ি এসে পড়বে।

ফ...শ

ছপ্!

তখনই গাছের পেছনে...

ওহো, একী হল? আমার তো শুধু একটা জোর শব্দ আর জানলার বাইরে পড়ে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে!

আউ! একী?

ছপ্!

ওহো, স্ট্যানলী, মনে-মনে ভাবছিলাম তোমাকে আর দেখতে পাব না। দেখ, এই সব তোমার জন্য রং করেছি।

তাই নাকি? তুমি কি সত্যিই আমার জন্য এতটা ভাব?

এসব আমার জন্য করেছ?

লোকে বলে যে ভালবাসা অন্ধ হয়। আমার মতে ওটা হলে অদৃশ্য। ওটা দেখা যায় না।

চাচা চৌধুরী

প্রাণ

চাচা চৌধুরী ! আমরা দুজনে তো চুপচাপ হাঁটছি। কোন গল্প শোনান না, যাতে এই চলার সময়টা কাটে।

একটা ফিল্ম শুটিংয়ের সময় হীরো ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়...হীরোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।...

ডাক্তার বলল–'বুকের কাটা জায়গায় তিনটে সেলাই পড়বে।' হীরো জিজ্ঞাসা করল–'কত খরচ হবে?'...ডাক্তার উত্তর দিল–'একটা সেলাইয়ের জন্য পাঁচশো টাকা।'

'তাহলে তো আমার প্যান্ট সেলাইয়ের খরচ পড়বে বেশ কয়েক হাজার টাকা।' হীরো বলল'

হা! হা!!

ধন্যবাদ, চাচাজী ! আমি একটু ওদিকে যাব।

চৌধুরী বাবু ! ভালই হলে আপনাকে রাস্তায় পেয়ে গেলোম।

ব্যাপারটা কি, দারোগাবাবু ?

বেশ কিছুদিন ধরে মাদক পদার্থের চোরাচালান খুব বেড়ে গেছে।

এটা খুব গম্ভীর ব্যাপার তো। আমাদের যুবকদের ভবিষ্যত তো অন্ধকারে ডুবে যাবে।

আপনার সাহায্য চাই।

চলুন।

33-A

পুলিশ চেক পোস্ট

গাড়ীতে কি রয়েছে?

চিনির কিছু প্যাকেট।

দেখুন!

যাও!

দাঁড়াও! অনেক দূর থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই।

চা খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নাও!

এটা তো একটুও মিষ্টি হয়নি।

আমি এখুনি চিনি আনছি।

এটা তোমার গাড়ীর পেছন থেকে বের করা চিনি।

কত চামচ চিনি তোমার চায়ে দেব?

না, এটা চায়ে দেবেন না।

এবার পালাই।

দারোগাবাবু! ওকে ধরুন!...এটা চিনি নয়, এটা হল মাদক দ্রব্য কোকেন।

কোথায় পালাচ্ছ ?

আপনি কিভাবে জানলেন যে আমার গাড়িতে মাদক দ্রব্য রয়েছে ?

এই শহরে পাঁচটা চিনির মিল রয়েছে। সুতরাং বাইরে থেকে চিনি আনার কি দরকার? ※

※চাচা চৌধুরীর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের থেকেও দক্ষ।

জীপে বসো।

এবার আমার রাস্তায় চলা যাক।

চোরাচালানের প্রধান রোডাল-

এখনো পর্যন্ত ড্রাইভার রকি এসে পৌঁছয়নি?

ওস্তাদ! ও মালে সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

যে ওকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে, তাঁকে আমি যমের কাছে পৌঁছে দেব।

চলো!
সেই লোকটা প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে যায়।
ওস্তাদ! ওই যে সেই লোকটা এদিকে আসছে।
লাল পাগড়ী! যমের বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হও।
ছুঁচোর দল!
ঠাঁয়-ঠাঁয় ঠাঁয়-ঠাঁয়!
মারো!
ধড়াক্!
আউউউ!
ফড়াক্!

বিল্লু

প্রাণ

বজরঙ্গী প্যালোয়ান! উদাস হয়ে কি ভাবছো?

আজকাল লোকেরা দঙ্গলে-কুস্তি দেখে না, টিভি দেখে।

এতে তোমার কি যায়-আসে?

কেউ কুস্তি না দেখলে পয়সাটা কোথা থেকে আসবে?

কথাটা তো ঠিক!

অনাহারে মরার অবস্থা এসে গেছে।

লোক যেটা করছে, তুমি সেটা করোনা কেন?

তুমি এটাই বলতে চাইছো যে আমিও টিভি দেখা শুরু করে দিই?

না! আমি সেটা বলতে চাইছি না। আমি এটা বলতে চাইছি যে তুমিও অন্য কোন ধান্ধা শুরু করে দিচ্ছ না কেন?

কোনটা?

যেমন পপ্ মিউজিক!

35-A

তুমি ঠিক বলেছ। ছোটবেলায় আমি কাঁদতে থাকলে লোকে আমার কান্নার তালে-তালে নাচতে থাকত।

আমি এখুনি আসছি।

পপ্ মিউজিকে বেশী মেহনত করতে হয় না।

আ

টনন্!

লোকে আমাকে ভিখারী মনে করছে।

বাঁদর আদার স্বাদ কি কারে জানবে?

আমি তো মাইকেল জ্যাকসনের মতন হতে চাইছি।

আমার কথা শোন। তুমি অন্য পাড়ায় চলে যাও।

আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবার মজাটা এবার চেখে দেখ।

ছপাক্!

তোমার এটাই শাস্তি।

তোমার এই আইডিয়া! নিকুচি করি তোমার আইডিয়ার!

বিল্লু! তোমার কাছে কত টাকা রয়েছে?

এক হাজার! এটা আমি আমার সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উঠিয়েছি।

এত টাকা কি করবে?

দুশো টাকার ক্রিকেট ব্যাট কিনব। বাকিটা হাতখরচের জন্য থাকবে।

বিল্টু! আমি আমার এই স্পেশাল ব্যাটটা বিক্রী করব বলে খদ্দের খুঁজছি। এর দাম এক হাজার টাকা।

এই পুরানো ব্যাটটার এত দাম?!

এতে শচীনের অটোগ্রাফ রয়েছে, দেখ।

Sachin

তাহলে তো হাজার টাকাও খুব বেশী নয়। এই নাও টাকা।

বিল্টু! তোমাকে এত হাসিখুশি লাগছে কেন?

আমার কাছে শচীন তেন্ডুলেকরের সই করা ব্যাট রয়েছে। এটা কি সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়?

আমার নামই শচীন। ঐ সইটা আমিই করেছি আর আমি ক্রিকেট নয়, ফুটবল খেলি।

নট্টু! তুমি আমাকে ঠকালে?

শচীন হল ওর নাম আর এটা ওরই ব্যাট।

আমি শুধু শচীন বলেছিলাম, শচীন তেন্ডুলেকর নয়।

চিম্পু

চিম্পু নিজের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এমন সময়...

...খোলা জানলা দিয়ে কোন একটা জিনিস ভেতরে আসে আর....

সামান্য বিস্ফোরণের সাথে-সাথে পুরো ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়।

ফট্!

কিন্তু চিম্পু স্টোরের জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল।

ওহো! ধোঁয়া? মনে হচ্ছে, ওটা বিষাক্ত গ্যাস!

চিম্পু শীঘ্র নাকে আর মুখে রুমাল দেয়...

চিম্পুকে আইস্ক্রীম ভাবছে, সহজে খেয়ে নেবে... এটা জানে না যে আমার বিছানায় আমার ডামি শুয়ে থাকে।

এখানে বেশীক্ষণ এভাবে দম বন্ধ করে থাকতে পারব না। এখান থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় যেতে হবে। এই গ্যাসে আমার বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মারা যাবার অপেক্ষায় রয়েছে কেউ।

চিম্পু জানলার কাছে গিয়ে গাছের ডাল ধরে।

আর নীচের দেওয়ালে নেমে যায়। তখনই ও দেখে...

...দেওয়ালের আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চিম্পু সাথেসাথে কি করবে ভেবে নেয় আর...

...অন্যদিকে লাফ দেয়। ও সতর্ক হয়ে এদিক-সেদিক দেখে নেয় আর তারপর...

ধপ্!

...যখন ও ঘুরে ওখানে পৌঁছয়...

আরে!? এখানে তো কেউ নেই।

এইমাত্র আমি এখানে কাউকে দেখলাম, কোথায় গেলে? ভূত ছিলে কি?

এমন সময় কোন মোটর সাইকেল স্টার্ট হবার শব্দ শোনা যায় আর চিম্পু দৌড়য় সেদিকে।

ঘর্‌র্‌রর...
ফট-ফট...
ফট-ফট...

কিন্তু চিম্পু ওখানে পৌঁছতেই মোটর সাইকেল চলে যায়।

এ তো সেই দেখছি।

পরক্ষণেই চিম্পু একটা ছোট পিস্তল বের করে –

পিস্তল থেকে রবারের গুলি বেরোয় আর মোটর সাইকেলের মাডগার্ডে আঠার মতো লেগে যায়।

ঠন

এবার কোথায় যাবে যাও।

এবার চিম্পু এমনই অন্য একটা রবারের গুলি বের করে আর ওটাতে চাপ দিতেই মৃদু আওয়াজ আসতে থাকে।

চিম্পু ঐ গুলিটাকে নিজের কানে লাগিয়ে দেয়।

এবার এই ইঁদুরটাকে পাতালে থেকেও খুঁজে বের করব।

বীপ্‌ বীপ্‌

কানে আসা এই শব্দের সাহায্যে চিম্পু চলতে থাকে আর শহরের রাস্তায় দৌড়তে থাকে।

বীপ্‌ বীপ্‌

তারপর

সাহু উদ্যান
ব্যক্তিগত সম্পত্তি

আমার মনে পড়েছে – এই বাগানে একটা কুঠিও রয়েছে।

চিম্পু এবার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখে – কানে লাগানো ইন্ডিকেটর থেকে আসা শব্দ আরও জোর হয়ে গিয়েছিল।

সবুজ গাছে ঘেরা কুঠি সামনেই ছিল আর সিঁড়ির পাশেই দাঁড় করানো একটা মোটর সাইকেল দেখা যাচ্ছিল।

চিম্পু সাথেসাথেই ভেবে ঠিক করে নেয়।

মনে হচ্ছে, আমি ঠিক স্থানে এসে পড়েছি।

তাহলে এটাই ওর আস্তানা।

চিম্পু এবার কুঠির দিকে দৌড়ে যায়।

কিন্তু ওকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। সামনেই একটা কুকুর ওকে দেখে তেড়ে আসার চেষ্টা করে—

গুর্‌ররর!

আর হঠাৎ —
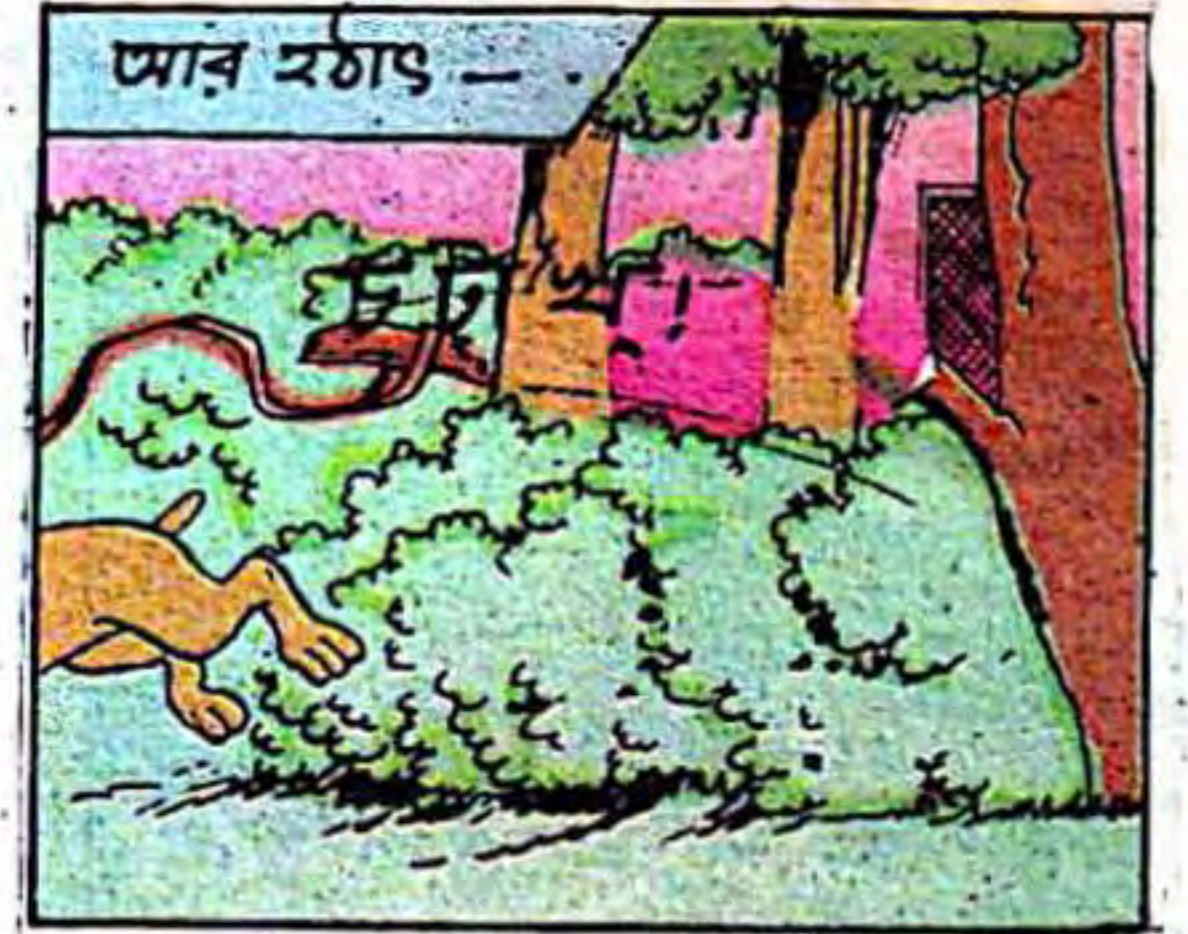
চিম্পু কুকুরের তাড়া খেয়ে ছুটতে থাকে-

কুকুরও ওর পেছনে ছুটতে থাকে —

ভৌ-ভৌ!

চিম্পু বাঁচার জন্য দ্রুত ঝুঁকে পড়ে

?

সামনেই একটা বড় গাছ ছিল। কুকুরটা সোজা গাছের গায়ে ধাক্কা খায় আর...

ধাড়!

চিম্পু আর ওখানে একটুও দাঁড়িয়ে থাকে না।

তখুনি—

?

বাঘ!
বাঘ!

চিম্পু তক্ষুনি ঝোপের মধ্যে লাফ দেয়।

কিন্তু কিছু সময় ধরে ওখানে কাউকে দেখা যায় না।

মনে হচ্ছে, বাইরে তো কেউ নেই।

পরক্ষণেই চিম্পু কুঠিরের পেছনের দিকে দৌড়তে থাকে।

একটা খোলা জানলা ওর নজরে পড়ে।

চিম্পু লাফিয়ে জানলার কিনারা ধরে নেয়—

ওহো! বাথরুম। মনে হচ্ছে জানলা খুলে রেখেছে।

আর...

আরে! তালা লাগানো!
চিম্পু পকেট থেকে একটা তারের টুকরো বের করে—
এখানেও কেউ নেই—কিন্তু সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ? মনে হচ্ছে এখানে কেউ ছিলো।
ওহো! টেবিলে একটা খাম পড়ে রয়েছে।
চিম্পু খামটা উঠিয়ে নেয়।
আরে! এতে তো আমার নাম লেখা রয়েছে!
তখুনি—
খট্‌ খট্‌!
ওহো! কেউ দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।
ওহো! তালা লাগিয়েছে!
এমন সময় বাইরে থেকে মোটর সাইকেলে স্টার্ট করার শব্দ আসে।
ঘর্‌রর্‌র
ফট্‌! ফট্‌!
মোটর সাইকেলকে তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু... ইণ্ডিকেটর তো মাডগার্ডেই লাগানো রয়েছে।
পালিয়ে কোথায় যাবে? কিন্তু কে হতে পারে...এবারও দেখতে পেলাম না। এই খামটা খুললে জানা যেতে পারে।
প্রশ্ন এটা হল যে এই খামে আমার কোন খবর হতে পারে কি? তবে এটা বোঝা যাচ্ছে, যে আমার ঘরে বিষাক্ত ধোঁয়ার বোমা ছুঁড়তে পারে, সে এতে কোন ভাল খবর দিতে পারে না।
বাপরে! প্রথমবার এত বড় ভুল! আমার বোঝা উচিত ছিলো এই খামে কি হতে পারে।
চিম্পু এবার পকেট থেকে পেনের মতন টু-ওয়ে মিনি ট্রান্সমিটার বের করে। পরক্ষণেই এক্স-টুয়ের গম্ভীর শব্দ শোনা যায়।
এক্স-টু কলিং, এক্স-টু কলিং... ওভার...
সাহু উদ্যানের কুঠিতে চিম্পু বিপদে পড়েছে। ওখানে ও একটা ঘরে আটকে পড়েছে। সেই ঘরের টেবিলে একটা খামও পাওয়া যাবে, যাতে 'চিম্পুর জন্য' লেখা আছে। ঐ খামটা একটা বোমা হতে পারে। শীঘ্র খোঁজ নাও।
হ্যাঁ, স্যার! কিন্তু এই চিম্পু তো আমাদের সাথী নয়।
সিক্রেট সার্ভিসের কোন সদস্যের কাছে অহেতুক কথা বলার সময় থাকা উচিত নয়। ওভার!

পরদিন চিম্পু খবরের কাগজ খুলতেই ....

জয়মণ্ডু টাইমস

এক্স-টুয়ের গোপন ঘরের দরজায় লাগানো বাল্ব জ্বলে ওঠে আর সেই সাথেই ভেতর থেকে টেলিফোনের শব্দ আসতে থাকে। এই গুপ্ত টেলিফোনের নম্বর সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ছাড়া আর কেউ জানত না।

মনে হচ্ছে, ঐ খামের রিপোর্ট!

চিম্পু এবার স্বয়ংক্রিয় দরজার বোতাম টিপে দেয়।

চিম্পু দ্রুত ফোনের রিসিভার ওঠায় আর পরক্ষণেই এক্স-টুয়ের শব্দ শুনতে পায়।

ইয়েস! এক্স-টু!

পান্ডব, রিপোর্টিং, স্যার! সাহু উদ্যানের কুঠি সাহু কীর্তিসরনের সময় থেকেই খালি পড়ে রয়েছে। ওখানে এখন কেউ থাকে না। যে ঘরটায় চিম্পুবাবু আটকে রয়েছেন, সেই ঘরটায় পাওয়া খাম আসলে একটা বোমা ছিলে। খামটা খুললেই বিস্ফোরন হত। ভালেই হয়েছে, চিম্পুবাবু ওটা খোলেননি।

হ্যাঁ! চিম্পুর বদলে অন্য কেউ হলে তার প্রানপাখিটা উড়ে যেত।

কিন্তু স্যার! আমাদের সাথে চিম্পুর কি সম্পর্ক?

নিজের কাজ করো। ওভার অ্যান্ড অল।

জ... জ... জ... জনাব!

খামটা খুললে তো আমি মারা যেতাম। এর মানে কেউ আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।

এই অদেখা শত্রুকে খুঁজে বের করার শুধু একটাই উপায় আমার কাছে রয়েছে। সেটা হল ওর মোটর সাইকেলে লেগে থাকা সেই ইন্ডিকেটর।

চিম্পু ইন্ডিকেটরের অন্য ভাগটা নিজের কানে লাগিয়ে সংকেত ধরে চলতে থাকে।

যেদিক থেকে সংকেত আসছে, সেদিকে গেলে ইন্ডিকেটরের শব্দ বাড়তে থাকে।

আর চিম্পু সেদিকেই ছুটতে থাকে।

ছুটতে-ছুটতে ও শহরের বাইরে চলে যায়।

তখনই ইন্ডিকেটরের শব্দ বেড়ে যায়।

মনে হচ্ছে, আমি ওর কাছাকাছি এসে পড়েছি।

ইন্ডিকেটরের সংকেত ধরে চিম্পু দ্রুত ছুটতে থাকে।

শব্দ আরও জোর হচ্ছে— মনে হচ্ছে, এই ঝোপের পেছনে হবে।

ঝোপের পেছনে মোটর সাইকেলটা চোখে পড়ে।

...কিন্তু চিম্পু ওখানে পৌঁছবার আগেই একটা বিস্ফোরন ঘটে।

বড়াম্

ওহো! অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।

তখনই চিম্পু সতর্ক হয়ে যায়।

ওহো! কে ছিল.. আমি কাউকে পালাতে দেখেছি।

চিম্পু ফন্দি আঁটতে দেরী করে না।

আমি ওকে এখান থেকে পালাতে দেব না।

এক জায়গায় আবার পালাতে থাকা লোকটাকে দেখা যায়।

অনেক দূরে, আমাকে আরও দ্রুত ছুটতে হবে।

কোথায় উধাও হয়ে গেল? আরে! একটা গুহা মনে হচ্ছে।

ওহো! এই গুহায় তো সিঁড়ি রয়েছে দেখছি। দেখি নীচে কি রয়েছে।

সিঁড়ির শেষে-

মাটির নীচে ঘর... ভেতরে আরও কিছু আছে।

চিম্পু সতর্কভাবে সামনে এগিয়ে যায়

মনে হচ্ছে, ভেতরে কেউ রয়েছে।

তখনই...

বীপ্ বীপ্
বীপ্ বীপ্
বীপ্ বীপ্

চিম্পু তালার ছিদ্রে কান পেতে রাখে-

?

হ্যাঁ, বস! কাজ হয়ে গেছে? না, বস! এবার বাঁচার প্রশ্নই নেই! বোমা ফাটতেই ওকে ওপর থেকে নীচে পড়তে দেখেছি আমি। ওর শরীর হয়তো বোমায় উড়ে গেছে। ওহো না... এখান থেকে এখন যাচ্ছি।

চিম্পু দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওহো! অনেক দেরী হয়ে গেল! এখনও পর্যন্ত বাইরে এল না। এখনি এখান থেকে চলে যাবার কথা বলেছিলে।...

...হয়তো ভেতর থেকে অন্য কোন রাস্তা হতে পারে...আমার বোঝা উচিত ছিলে।

টিম্বু এক বিশেষ ধরনের মোড়া তারের টুকরো বের করে আর...

এখানে তো কেউই নেই।

মনে হচ্ছে, এবার কোন ভূত বা কোন অদৃশ্য পেতাত্মার হাতে পড়তে হবে... সামনে এটা কি?

...এটা তো একটা লম্বা সুড়ঙ্গ দেখছি।

ওহো! এদিকেও রাস্তা রয়েছে।

বাপ্‌রে! এত বড় আঘাত আগে কখনো লাগেনি।

মোটর বোটের শব্দ?

শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই পালালো।

বুম!

তক্ষুনি মোটর বোটে বিস্ফোরন ঘটে...

এও প্রানটা অকালে হারালো। মনে হচ্ছে, এসবের পেছনে কোন বড় অপরাধী সংগঠনের হাত রয়েছে। কিন্তু কাদের? আপনারা এটা জানেন যে ঝানু গোয়েন্দাদের নিয়েই এই সিক্রেট সার্ভিস তৈরী হয়েছে। এবারও বী-সুপ্রিমের দেখা হলে আপনারাও তৈরী হয়ে থাকবেন এক ভীষণ চাঞ্চল্যকর কাহিনী পড়ার জন্য।

মন্থরক

কোন এক নগরে মন্থরক নামে এক জোলা থাকত। একদিন তাঁত বোনার সময় ওর ও তখন কাঠ কাটতে বনে চলে যায়। বনে ও একটা বড় শিশু গাছ দেখতে পায়। ও তখন ওটাকে কাটতে থাকে। এমন সময় এক যক্ষ প্রকট হয়ে ওকে বলেন–

শোন, আমি এই গাছে থাকি। তুমি এই গাছকে কেটো না।

আমার এজন্য কাঠ কাটতে হচ্ছে। নইলে আমার পরিবারের লোকরা অনাহারে মারা যাবে। আপনি বরং অন্য কোন গাছে চলে যান। এই গাছটা আমি কাটব।

যক্ষ ওর কথা শুনে প্রসন্ন হন –

আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার মনের ইচ্ছামত বর চেয়ে নাও– কিন্তু এই গাছটা ছেড়ে দাও।

তাহলে আমি আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার বন্ধু আর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

আচ্ছা, যাও!

জোলা নিজের বন্ধুর কাছে গিয়ে বলে –

বন্ধু, এক যক্ষ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। উনি আমাকে বর চাইতে বলেছেন–বলো, আমি ওর কাছে কি বর চেয়ে নেব? এটাই জানার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি।

তাহলে একটা রাজ্য চেয়ে নাও। তুমি রাজা হয়ে যাবে। আর আমি তোমার মন্ত্রী হয়ে যাব। তারপর আমরা দুজনে এই ইহলোকে সুখ ভোগ করে স্বর্গেও সুখ ভোগ করব।

তুমি ঠিক বলেছ, বন্ধু! আমি আমার পত্নীর পরামর্শও নিয়ে নিই। তারপর যক্ষের কাছে যাব।

জোলা এবার নিজের পত্নীর কাছে পৌঁছয়.

প্রিয়া! আজ, এক যক্ষ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে বর দিতে চেয়েছে। আমার বন্ধু যক্ষের কাছ থেকে রাজ্য চেয়ে নিতে বলেছে। এবার তুমি বলো, তোমার মতামত কি?

আরে, নাপিতেরও অনেক বুদ্ধি হয়। রাজা হয়ে রাজত্ব চালানো সহজ কাজ নয়।

তোমার দুই হাত আর একটা মাথা রয়েছে। এজন্য তুমি একটাই তাঁত চালাতে পার। তুমি যক্ষের কাছ থেকে আরও একটা মাথা আর দুটো হাত চেয়ে নাও। এতে দ্বিগুণ লাভ হবে।

তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তাহলে বলো, আমি যক্ষের কাছ থেকে কি বর চাইব?

ঠিক আছে। আমি এটাই চেয়ে নিচ্ছি।

জোলা পুনরায় যক্ষের কাছে পৌঁছয়।

হে যক্ষ মহারাজ! আপনি আমাকে বর দিতে চান তো আমাকে আরও একটা মাথা আর দুটো হাত দিন।

তথাস্তু

চার হাত আর দুটো মাথা নিয়ে জোলা গ্রামে ফিরে আসতেই গ্রামবাসীরা ওকে রাক্ষস ভেবে পিটিয়ে মেরে ফেললে।

মাস্টার অফ দি ইউনিভার্স

যাযাবর সেনাদের আক্রমণ

হোর্ডাকের ভয়ঙ্কর আড্ডায়, অশুভ শক্তির মালিক সবেমাত্র তার নতুন মেশিন তৈরী করেছে ...

এখন এটা স্বীকার করতে হবে যে আমার একার পক্ষে বীর যোদ্ধাদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এই কারণে আমি এই মহাকাশ পোর্টার তৈরী করেছি যাতে আমার কিছু যাযাবর লোককে পৃথিবীতে পাঠানো যায়।

কিন্তু এর ফলে ইউথেরিয়ায় আপনার শক্তি কমে যাবেনা কি?

হ্যাঁ, কিন্তু ওখানকার বিদ্রোহীদের কি হবে? আমরা তো এখানে আছিই। ওখানেও আমাদের কিছু যাযাবর লোক থাকা উচিত।

এমনিতে আমিও ওটার ব্যাপারে চিন্তা করেছিলোম। শুধু কিছু যাযাবর লোককে ইটার্নিয়ায় নিয়ে আসা হবে.. কিন্তু ওটা বীর যোদ্ধাদের শেষ করার জন্য যথেষ্ট হওয়া চাই।

ক্লিক!

ফ জ জ..

হোর্ডাক নিজের অন্তরীক্ষ পোর্টার চালু করে...

নাও, এবার এসে গেছে আমার ইটার্নিয়া জয়ের নতুন শক্তি। লীচ, মোডুলোক, মনে রাখবে যেন এই মেশিনের কোন ক্ষতি না হয়। নইলে আমার সেপাইদের ফিরে আসতে হবে।

হ্যাঁ, মালিক।

শীঘ্রই হোর্ডাকের আদেশ পাওয়ার জন্য একশো সেপাই এসে যায়।

এবার আমার শুধু একটা ফান্দি বের করতে হবে।

আর আমার মতে আমার ফান্দি একেবারে

পরে যখন হী-ম্যান আর মিস্টো বার্গো গ্রামের দিকে যায়...
হোর্ডাকের যাযাবরদের ঐ গ্রামের কাছে দেখা গেছে। একটা জোর শব্দ করে দেখিতো সবকিছু ঠিক আছে কিনা।
আমি এটা বুঝতে পারছি না যে শয়তান হোর্ডাক কি করতে চাইছে? ও নিশ্চয়ই বার্গোর লোকদেরকে নিজের দুষ্টু কাজে সাহায্য করতে বলছে।

আমরা শুনেছি যে হোর্ডাক আর ওর যাযাবরদেরকে এই গ্রামে দেখা গেছে। এটা কি সত্যি?
হ্যাঁ, খুশির ব্যাপার হল ও আমাদের এটা বলেছে যে এখন থেকে সৎ ও বীর হতে চাইছে। ও আমাদেরকে খাবার ও কাপড়চোপড় দিয়েছে আর পরে আরও দেবে বলেছে।
হোর্ডাক জিন্দাবাদ
হম্ম, এটা তো হোর্ডাকের আসল চরিত্র নয়। বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। এসো, মিস্টো, অন্যান্য গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিই।

আমরা হোর্ডাককে ভালবাসি
হোর্ডাক আমাদের বন্ধু
অন্যান্য গ্রামে ঘুরে-ঘুরে হী-ম্যান সেই একই কথা শুনতে পায়। এই নতুন হোর্ডাকের জন্য সবাইকে খুশি মনে হচ্ছিল। কিন্তু হী-ম্যানের মনে সন্দেহ থেকে যায়।
হোর্ডাক দয়ালু
হোর্ডাক গরীবদের বন্ধু

অবশেষে_
দশম গ্রামের লোকরাও বিশ্বাস করছে যে হোর্ডাক এখন ভাল হয়ে গেছে...কিন্তু তবুও আমার সন্দেহ হচ্ছে।
তাহলে এই নতুন হোর্ডাকের সাথে দেখা করার সময় এসে গেছে।

কিছু সময় পর হোর্ডাকের আতঙ্কিত ক্ষেত্রে...
প্রত্যেককেই খুব সুন্দর আর সাফ দেখাচ্ছে। হয়তো হোর্ডাক ভাল হয়ে গেছে।
ঠিক আছে, এখন আমরা ওকে সন্দেহের সুযোগ দেব।
হী-ম্যান! তোমাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে আর অবাক লাগছে।

এসো, আমার সাথে ভোজন করো...ওখানেই আমি শাহী দরবারের সেবার ব্যাপারে আলোচনা করব।
ধন্যবাদ, হোর্ডাক...হয়তো তোমাকে বুঝতে আমি ভুল করেছি!
হ্যাঁ, হী-ম্যান! খুব শীঘ্রই তুমি জানতে পারবে।
আমি এটা দেখছি যে তুমি তোমার ঐ দুষ্টু স্লাগনকে নষ্ট করে দিয়েছ।
শুধু তাই নয়, আমি এবার দক্ষ হয়ে গেছি।
তার মানে?
হঠাৎ —
তার মানে এটাই যে আমি ফাঁদ পাততে দক্ষ হয়ে গেছি। হি-হি-হি!
যদি তুমি মনে করে থাক যে এই ফাঁদ আমাকে আটকে রাখবে, তাহলে তুমি ভুল করছো!
বন্ধনমুক্ত হবার চেষ্টা কোর না, হী-ম্যান। যত বেশী শক্তি প্রয়োগ করবে, ততই সেই শক্তি পরিবর্তিত হয়ে তোমার এই পোষা জানোয়ারগুলোকে শেষ করবে।
তুমি পোষা জানোয়ার কাদেরকে বলছ, শয়তান? আমি হলাম এক যোদ্ধা। এই হেলমেট আর যেতেই আমি সেটা দেখিয়ে দেব।
হী-ম্যান! মনে হচ্ছে তোমার এই বেড়ালটা রেগে গেছে। হি-হি-হি
আমাকে বেড়াল বললি! তোর ওপর থাবা বসাতে পারলে হয়।
বন্ধু, আমি এটা বুঝতে পারছি যে হোর্ডাক আরও কিছু ফন্দি মনে-মনে এঁটেছে।

তুমি একদম ঠিক বলেছ, হী-ম্যান! এই দেখ আমার যাযাবর সৈন্যদল যারা ইটারনিয়া জয় করবে।
যোর্ডাক, তোমার এই বোকা সেনারা আমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না।
ফিস্টো, আমি এই সেনাদেরকে আগেও দেখেছি। এরা যোর্ডাকের ইথারিয়া থেকে এসেছে। এটা যোর্ডাকের শয়তানীর পরিচয় দিচ্ছে
এখন তুমি এখানে বন্দী থেকে সাদাখুলির দুর্গকে কিভাবে বাঁচাবে?
ফিস্টো, কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে।
এক মিনিট দাঁড়াও! আমি স্ট্রাইডোরের সাহায্যে এই প্রতারক সমস্যার সমাধান করে দেব।
আপনি কি বুঝতে পেরেছেন হী-ম্যান কিভাবে যোর্ডাকের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চিত্রটা ভাল করে দেখুন...তারপর পড়ুন।
স্ট্রাইডোর! তিন ধাপ আগে আর একধাপ কিনারে...বাস্ হয়ে গেলে! এবার...

হোর্ডাকের ঐ নিয়ন্ত্রণ বাক্সে লেসার রশ্মি ফেলতে থাকো।

ওহো, একী হল?! আমার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেল।

ফ্লাজজজ...

নিয়ন্ত্রণ বাক্স নষ্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা আমাদের বাঁধন খুলে ফেলব আমাদের বন্ধুদের ক্ষতি না করে।

হোর্ডাকের সেনাদের ওপর নজর রাখতে হবে।

আমার যাযাবর সেনারা, হী-ম্যানকে বাধা দাও। ও যেন কিছুতেই পালাতে না পারে।

একবার আমি আমার তলোয়ার হাতে নিলে যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে যাব।

কড়াক!

আমি আমার থাবার সাহায্যে মাথার হেলমেট সরাতে পেরেছি। এবার আমি ফিস্টো আর হী-ম্যানকে সাহায্য করব।

ওহো! এমন ভয়ানক জানোয়ার আমি কখনো দেখিনি।

মনে হচ্ছে এই জেনারেটর এইসব যাযাবর সেনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এটা নষ্ট করার আগে কাছের থেকে একটু দেখে নিই।

তুই তখন অট্টহাসি হেসেছিলি। এবার মজাটা চেখে দেখ।

আউউচ!

এবার দেখিতো এই জাদু বাক্সের বিশেষত্বটা কি।
আমার মতে এর রহস্য বের করার এটাই সবচেয়ে সঠিক উপায়।
খড়াক!
লড়াই তীব্র হতেই...
কিছু একটা ঘটছে। হোর্ডাকের এই যাযাবর সেনাদের শক্তি কমতে শুরু করেছে।
ফিস্টো হোর্ডাকের ঐ মেশিনটা নষ্ট করতেই এমনটা হয়েছে।
মেশিন নষ্ট হোতেই হোর্ডাকের এই যাযাবর সেনারা আবার ইথার্নিয়ায় ফিরতে শুরু করেছে।
লড়াই শেষ হতেই শক্তিশালী ইটার্নিয়া বাসীরা আতঙ্কিত ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যায়।
উফ! ফিস্টো আমার জেনারেটরের শক্তি সরবরাহকারি তারও ছিঁড়ে দিয়েছে। আমার যাযাবর সেনারা ইথার্নিয়ায় চলে গেছে এখন আবার মেশিনটা বানাতে হবে।
হোর্ডাককে আবার কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
হাঁ, কিন্তু ওর প্ল্যান থেকে কিছু ভালো জিনিসও জানা গেছে।
তার মানে?
গ্রামবাসীদের কাছে সেই কাপড় আর খাদ্যসামগ্রী এখনো আছে, যেগুলো হোর্ডাক দয়ালু হবার ভান করার সময় দিয়েছিলো।
এবার হোর্ডাকের এই দুষ্টু ফন্দির পুরো ঘটনাটা গ্রামবাসীদেরকে জানাতে হবে আর তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। চলো, ফিস্টো!

পীনাটস

খেলা ছেড়ে চলে
যাচ্ছ ? আচ্ছা, তোমাকে
দোষ দিচ্ছি না।...

কিন্তু তোমাকে একটা
কাজ করে যেতে হবে।...

তোমাকে এই ফর্মটা পূরণ
করতে হবে... নাম... বয়স...
কবে থেকে খেলছ তুমি।

প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আর কখনো খেলবে
না... আর কখনো প্রাকটিস করতে আসবে
না... আর কখনো টিভিতে গল্‌ফ্‌ খেলা
দেখবে না।

তারপর এটা জ্যাক নিকোলাসকে দিয়ে
সই করিয়ে স্কটল্যাণ্ডে সেন্ট
স্যানড্রুজের কাছে পাঠাতে হবে।

একটু দাঁড়াও... আরও
একটা ব্যাপার আছে।...

খেলা ছেড়ে দেওয়া
খেলোয়াড়কে এই ছড়ি-
গুলো গাছ থেকে সরাতে
হবে।

লরেন্স মারকাসের সাথে সর্বদাই একটা যুদ্ধ লেগে থাকত : হ্যাঁ, একটা যুদ্ধ যেটা মানুষ আর কীটপতঙ্গের মধ্যে হয়। ওর এমন কোন সময় মনে নেই যখন ও পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পায়নি এবং কোন পোকামাকড় দেখে ভয় পায়নি তা সে যত ছোটই হোক বা উপকারী হোক।

আশঙ্কিত !

ঠাম্মা... ঠাম্মা! এই দেখ, আমার জামায় আরশোলা। আমাকে কামড়াচ্ছে।

আরে, বোকা কোথাকার। ওটা তো একটা সুতো।

ঠাম্মা! এই যে, এই দেখ।

পাগলামি কোরনা, লরেন্স! রাতে না খেয়ে শুতে যাবে না। আচ্ছা, রাতে জামা পরেই শোবে। তাহলে তোমার বিশ্বাস হয়ে যাবে যে এটা তোমার মনের ভুল।

না, ঠাম্মা! মোটেই নয়।

লরেন্স নিজের এই নতুন জামাটা পরে গোটা রাত জেগে কাটায়। ও নড়তে-চড়তেও ভয় পাচ্ছিল, শ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছিল। ওর এমন মনে হচ্ছিল যে কোন ছোট্ট হুলের মতো পা ওর পেটের ওপর চলাফেরা করছে।

...এটা ভেবে যে কেউ নিঃশব্দে ওর জন্য অপেক্ষা করছে আর ও নড়লেই সে ওকে আঘাত করবে।

সকালে ওর চাকরা দেখে যে লরেন্সের শরীরটা ঠাণ্ডায় আরষ্ট হয়ে রয়েছে আর ওর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে।

লরেন্স! হে ভগবান!

ঈ ঈ ঈ ঈ ঈ ঈ ঈ

লরেন্স যখন ছোট ছিল, তখন ওর বাবা ওর জন্য একটা কুকুরের বাচ্চা এনে দিয়েছিল।

বাঃ কি সুন্দর! আমি একে জ্যাকি বলে ডাকব।

ওরা কখনো আলাদা থাকত না...

মা! জ্যাকি আর আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।

আচ্ছা যাও, লরেন্স! কিন্তু রাতে খাওয়ার আগেই চলে আসবে।

কিন্তু একদিন বিকালে যখন লরেন্স জ্যাকিকে চিৎকার করে ডাকছিল, তখন সে আসেনি.

জ্যাকি! জ্যাকি! তুমি কোথায় আছ!

ও হয়তো এইমাত্র কোথাও দৌড়ে গেছে, বাছা! কেউ ওকে পেয়ে যাবে।

ও তো কোথাও যাবে না, মা! ওর হয়তো কিছু হয়েছে!

রেন্স ওকে সব জায়গায় খোঁজে।

জ্যাকি! তুমি কি এখানে?

যতক্ষণ ওকে খুঁজে না পায়..

জ্যাকি!

...মরে গেছে।

ওহো! জ্যাকি!

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ছিল এইসব পোকা! একসময় জ্যাকি কত পরিষ্কার আর সুন্দর ছিল। ওর মমতাভরা চোখদুটো কত ভাল লাগত! এখন ওখানে শত-শত সাদা পোকা কিলবিল করছে।

ইঁইঁইঁ উউচচ!

বাছা, তুমি তো জান যে জ্যাকি এই কারণে মারা গেছে যে ওকে প্রয়োজনীয় টিকা লাগানো হয়নি। আর সেটা লাগাতে তুমি ভুলে গেছিলে।

না... ওর গায়ে এঁটুলি পোকা ছিল। ওগুলোই জ্যাকিকে মেরেছে।

কিন্তু কোন কিছুই ওকে বোঝানো যায় না....

এঁটুলি পোকা! শুধু এঁটুলি পোকা!

লরেন্স কখনো পোকামাকড়ের কাছে ঘেঁষতো না। ও সুন্দর প্রজাপতিকেও ঘেন্না করত যেগুলো ওদের বাড়ীর পেছনের দিকে উড়ে বেড়াত।

বাছা, তুমি বাইরে গিয়ে অন্যান্য ছেলেদের সাথে কেন খেলছ না?

না... আমার এখানেই ভাল লাগছে।

একদিন সন্ধ্যায় ওদের পাশের বাড়ীর মেয়েটা লরেন্সকে দেখতে আসে। মেয়েটার নাম ছিল ব্রেণ্ডা...

কি লুকোচ্ছ?

তোমার জন্য একটা উপহার।

এটা কি?

এটা হল..

ওটা ছিল জোনাকি পোকায় ভরা একটা কাচের জার। ওগুলো একবার জ্বলছিল আর নিভছিল।

আরশোলা! এদেরকে দেখে আমার ঘেন্না লাগে।

বোকা কোথাকার। দেখ!
দেখ! হীরের আংটি! সুন্দর লাগছে না?
সুন্দর! আমিও দেখি!
লেরেন্স এবার জারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আঙ্গুল দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে জোনাকিপোকা মারতে থাকে...
এটা কি করছ? কিছু তো বাঁচিয়ে রাখো।
এটা ওদেরকে শেখাবে... ওদেরকে শেখাবে।
তারপর লেরেন্স মারকাস মনে মনে স্থির করে: এটা একতরফা যুদ্ধ হবে না, অনেক বছর ধরে ও ছারপোকাদের সাথে লড়াই করে আর তারপর ওর বয়স কুড়ি বছর হয়...
শুধু আরও একটা রাসায়নিক পদার্থ... যেটা উড়তে থাকা, চলতে থাকা পোকামাকড়কে মেরে ফেলবে।
এখন প্রয়োগ করতে হবে।
পেয়ে গেছি!

এবার লরেন্স শীঘ্রই দেশের সবচেয়ে বড় কীটনাশক কোম্পানীর মালিক হয়ে যায় আর কোটিপতিও...

এই বোতলে রয়েছে ঐ গ্রহের সব কীটপতঙ্গ মারার শক্তি...

কীটনাশক
দেশের আশা

পঞ্চাশ বছর বয়সে উনি ব্যবসায়ের বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন, কিন্তু কোন অংশীদার ছিল না ওনার।

হায়!

তখন উনি জীনের সাথে দেখা করেন...

কিছু সাহায্য চাই কি?

এটাই ছিল লরেন্সের প্রথম নজরের ভালবাসা।

আমি তো তোমাকে বেশী একটা সাহায্য করতে পারব না... তোমার কাছে শুধু বসে থাকতে পারি।

হাঁ... আমি তোমার বাড়ী পর্যন্ত গাড়ী চালাতে পারব... সেই সময়টুকু তোমার সাথে কাটাতে পারব।

ওগো, জীন! তুমি কত ভাল!

এত বছরের প্রেমহীন, আশাহীন ও নির্জন জীবন কাটানোর পর লরেন্স ওর প্রেমে পড়ে যান আর ওকে বিয়ে করে নেন।

এবার আমি ওদেরকে পতিপত্নী ঘোষণা করছি।

বিয়ে ওকেই করেন যাকে উনি কম জানতেন।

তোমাকে আমার বাড়ী ভাল লাগবে, ডার্লিং! আর কোথাও আমি থাকতে পারিনি।

পরদিন সকালে—

আমি কোথায়?... আউ উ উ উ!

ডার্লিং, কি হল? আমি কাউকে মারিনি। শুধু মরা জিনিসকেই ফ্রেমে ভরে রেখেছি। আমি কোন অসহায় পোকাকে মারতে পারি না।

আমি কীটবিদ্যা এজন্য পড়ছি যে আমি ওদেরকে ভালবাসি।

উনি এবার এই মেয়েটার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চান। কারণ ওর ঘরে ছিল অসংখ্য কীটপতঙ্গে ভরা জার আর পোকামাকড়ের ছবি।

ডার্লি! আমি এদেরকে মরতে দিতে পারব না।

উনি তালাকও নিতে পারেননি। ওনার পত্নী ওনার সমস্ত ব্যবসায় নষ্ট করে দিতে পারত।

আউ উ উ! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

নিজের কোম্পানীর ঘরে একলা লরেন্স...

ও পাগলের মতো গাড়ি চালায়... এমন রাস্তায়ও!

মোড়

আমি নীচে জোয়ের কাছে এক পেগ নিতে যাচ্ছি... মনে রেখো রাত আটটায় তোমার ক্লাস রয়েছে।

আমি ঐ ক্লাসটা করতে চাই না... ওটা মনে করিয়ে দিও না আমাকে।

এটা একদম ঠিক জায়গা। অন্ধকার হয়ে গেলে ও এই পাহাড়টা দেখতে পাবে না।

আমি ওর গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি... এখন একটু অপেক্ষা তো করতেই হবে।

একা? এটা তো ওর গাড়ি... কিছু একটা গড়বড় হয়েছে নিশ্চয়ই!

চিহ্নটা! কোন কিছু ওর ওপর দিয়ে গিয়েছে।
কি হবে...
উইপোকা!
মশা! না, আমার থেকে দূরে পালাও! আমাকে একা ছেড়ে দাও!
আমাকে দূরে চলে যেতে হবে... এইসব রক্তচোষারা আমার পেছনে লেগে গেছে।
আরও একটা মোড়ের চিহ্ন... অবশ্যই কোন ভুল হবে।
গাছ! গাছ!
আউ উ উ উ উ উ উহ্!
লরেন্স মারকাস তার কোম্পানী কিলাবাগের অধিকার ছাড়ার আগেই মোড়ের চিহ্নের অক্ষরগুলো অসংখ্য মিটমিট করে জ্বলে ওঠা আলোয় বদলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে উড়ে যায়।

হেনরী হক — রঙিন বাজপাখি

ফার্মে সূর্যোদয়....
হঠাৎ এক ছোট্ট বাজের বাচ্চা ঘুম থেকে চোখ মলতে-মলতে ওঠে।

ঘুম থেকে ওঠার সময় আর ছোট্ট ছানা শিকার করার সময়!...

শীঘ্র জেগে ওঠা পাখি পোকামাকড় পেলে শীঘ্র জেগে ওঠা বাজ নিশ্চয়ই পাখির ছানা পেয়ে যাবে।

পাশের খোঁয়াড়ে ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে ওঠে —

ট্...ট্...র...র...র...র...রং

(হাই!) সকাল হয়ে গেছে? মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুমোলাম।

এবার ভোরের ডাক দিতে হবে।

কুজ্মটিকা ২ বছর

কুজ্মটিকা বয়স ৩ বছর

কুকর কোঁ-কুকর কোঁ!

একবার তো আমি ভুল করে ডিস্ক রেকর্ডের অন্য পিঠ লাগিয়ে দিতেই রেলগাড়ী চলার শব্দ হয়...

আর মুর্গীর ঘর নয় মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে যায়.... হা-হা-হা!

আহা! কত সুন্দর সকাল!

একদম ঠিক বলেছ!

নাও এবার এসে গেছে মুর্গীর ছানারা...আশা করছি আমার রংও খুব শীঘ্র শুকিয়ে যাবে যেমনটা ওতে লেখা আছে।

শীঘ্র শুকিয়ে যাওয়া রঙ

হলুদ

উহু! আমি আমার মাকে চাই!

হে ভগবান! এই বেচারী কোন হারানো ছানা হবে।

আরে...আরে...সুন্দর ছোট্ট ছানা! এখুনি মাকে পেয়ে যাবে। তোমার নাম কি?

আমার নাম ডিম্বক.... আমি হারিয়ে গেছি! আমি বাড়ী যেতে চাই। আউ উ!

মনে হচ্ছে, রাতে কোন পাশের পোলট্রি ফার্ম থেকে এই বেচারী এখানে ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়েছে।

এভাবে বাচ্চা হয়ে ফার্মে ঢুকে মুর্গীর ছানা ধরার ফন্দিটা খারাপ নয়। হে-হে-হে!

আরে...আরে...এসব কি হচ্ছে? আমাকে কি একটু আরামে ঘুমোতে দেবে না?

আমরা এই হারানো ছানাটাকে পেয়েছি।

কত সুন্দর ছানা, তাই না?

এ মুর্গীর ছানা হলে আমি নিশ্চয়ই পাগলে শূকর!

এই হলদে পেটের বাজের ছানাটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

আমাকেও একটু আদর করতে দাও... আমি একে আদর-যত্ন করব।

আর তারপর–

তোমার মাকে কোথাও খুঁজে না পেলে কি হয়েছে... আমি তোমাকে পেলে বড় করব আর একটা ভাল মোরগ করে দেব।

একদিন তুমি আমার জায়গায় বসবে।

আমি মোরগ হতে চাইনা। আমি তো কেবল যেকোন প্রকারে মুর্গীর ঘরে ঢুকতে চাই।

সবার আগে একটা মোরগের এটা জানা দরকার যে খাবার কিভাবে খুঁজে আনতে হয়। এই দড়িটা টানো।

ছানার খাবারের জন্য দড়ি টানো

টানো, বাছা... যত জোরে টানবে, তত বেশী খাবারের দানা বেরিয়ে আসবে। টানো!

টানছি তো!

বাছা! তুমি তো একটু বেশী জোরে টেনে ফেলেছ!

বাঁচাও!

একটু পরেই–

পোকামাকড় ধরাটাও তোমার জানা দরকার। ঠিক এভাবে। এবার তুমিও চেষ্টা কারো।

শাবাশ! তাড়াতাড়ি ধরো এটাকে। হাত থেকে যেন ফসকে বেরিয়ে না যায়। তাড়াতাড়ি টানো এটাকে।

আরে, না, বাচ্চা...তোমাকে যেন টেনে না নিয়ে যায় ওটা। তুমি একটা অপদার্থ!

অবশেষে —

এবার আমি তোমাকে খারাপ, পচা, নোংরা মুর্গীচোর বাজপাখির ছানার সাথে লড়তে শেখাচ্ছি। চলো, চেষ্টা করো!

আমি কি?

নিশ্চয়ই! মনে করো ওখানে বাজপাখির ছানা রয়েছে... ঐ ঝোপের পেছনে... ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো... যাও!

উফ্!

ছপাক্!

ওহো! আমি তো ওখানে ঝোপের পেছনে পুকুরের ব্যাপারে একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

আরে, বাচ্চা, তোমাকে তো সুন্দর দেখতে লাগছে... অনেকক্ষণ রৌদ্রে রয়েছ তো! তোমার পাখনা তো বাদামী রঙের হয়ে গেছে।

ওহে, আমার ছোট্ট বাচ্চা, কোথায় যাচ্ছ তুমি? এখনো তো আমার পাঠ শেষ হয়নি।

ওটা কি একেবারে ছেলেমানুষী নয়? শেখার কোনও মন নেই তোমার।

বাপরে! এত অপমান! শীঘ্র জেগে ওঠা বাজের কপালে একটাও পোকা তো জুটলোই না, উল্টে পোকা বাজকেই টেনে নিয়ে গেল।

সমাপ্ত

ওর জেদ আর আমি

প্রিয় ডায়রী,
আমি একাকী, হতাশ ও অসুস্থ ছিলাম...কিন্তু আমি এটা চিন্তা করলাম যে আমার প্রতিবেশী রে কামিন্সের দশা তো আমার চেয়েও বেশী খারাপ। ওকে প্রায়ই আমি ময়লা ও ঘামে ভেজা জামাকাপড়ে দেখতাম...ও সেইসব বোকা লোকদের মতো ছিল যারা শহরে ছোটাছুটি করত আর ও এটা খেয়াল করত না যে লোকে ওকে দেখে পাগল ভাববে।

সুপ্রভাত, আমার প্রতিবেশী! আজ বড় সুন্দর দিন, তাই না?

না! আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আর আমার মনে হয় আপনি...খক্-খক্-খক্!

জানেন, আপনার আর আমার ঘরের মাঝের দেওয়ালটা খুব পাতলা আর রাতে আপনার কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আপনি প্রথম তলায় ডা: স্ট্যাম্নেনকে কেন দেখাচ্ছেন না?

কেন আপনি নিজের চরখায় তেল দিচ্ছেন না?
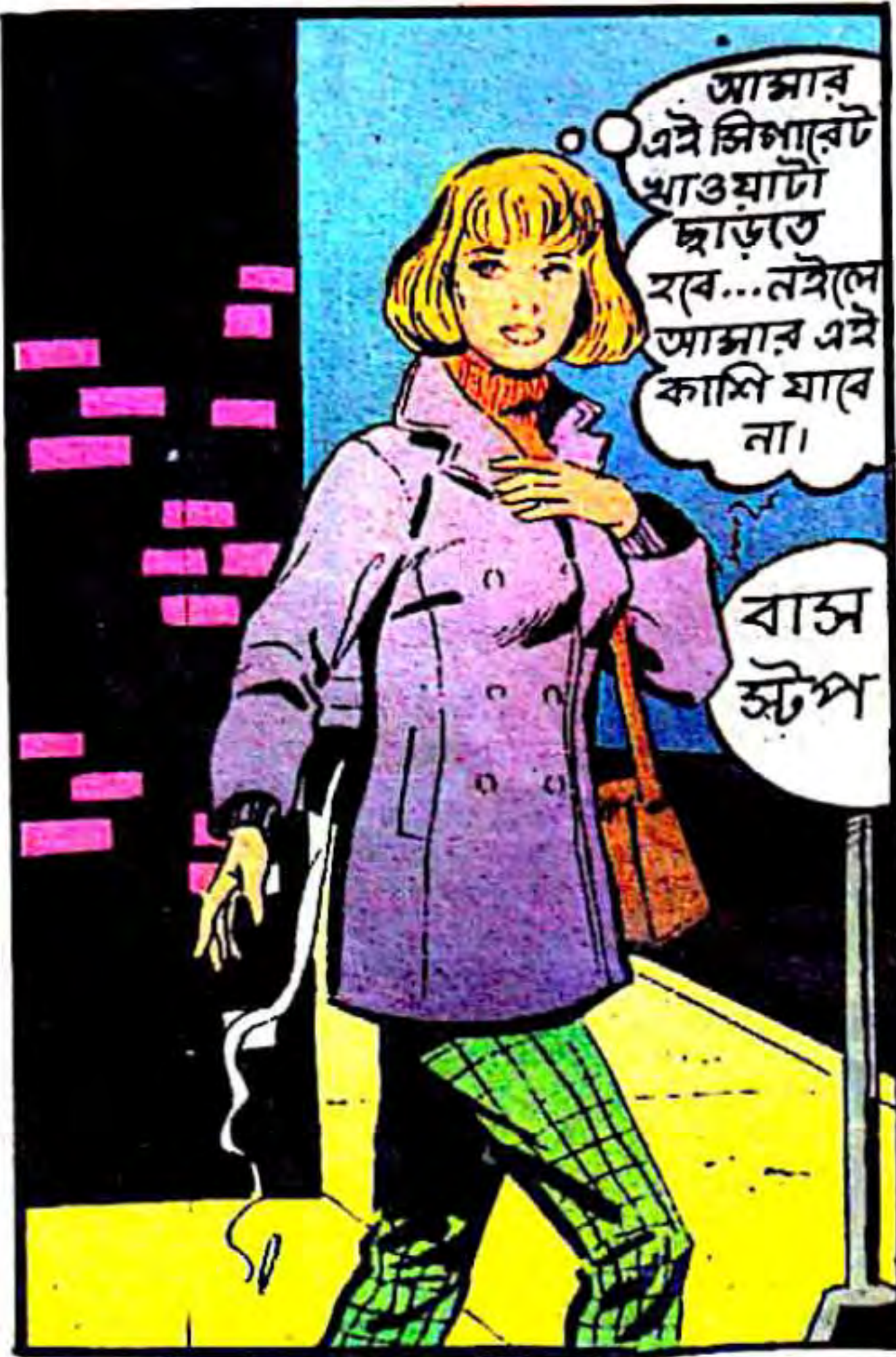
আমার এই সিগারেট খাওয়াটা ছাড়তে হবে...নইলে আমার এই কাশি যাবে না।
বাস স্টপ
র ক্যামিন্স নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন না নিলেও আমার ব্যাপারে সে হয়তো ঠিকই বলছে। আমাকে ডা: স্ট্যামেনের কাছে দেখানো উচিত।
ও আমার প্রিয় ডায়রী, অফিস থেকে আমি টেলিফোন করতেই ডা: স্ট্যামেনের নার্স আমাকে এই কথা বলে অবাক করে দেয় যে আমি ৫ : ৪৫ এর পরে ক্লিনিকে আসতে পারি অর্থাৎ যে সময়ে আমি সাধারণত: অফিস থেকে বাড়ী ফিরি।
হুম্...তোমার বুকে সামান্য কফ জমেছে...কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই।
তুমি রোগা হয়ে গেছ। পুরানো কাশিও রয়েছে। তোমার ব্যায়াম করার দরকার। তোমাকে শরীর ভাল করতে হলে আমার কিছু পরামর্শ তোমাকে মেনে চলতে হবে।
সবার আগে ঐ সিগারেট খাওয়া বন্ধ করো। আমি আমার ক্লিনিকে ধূমপান করতে দিই না। আর ওটা একেবারে ছেড়ে দাও। পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য খাও এবং নিয়মিত ব্যায়াম করো।
আপনার মতে হাত ওপরে তুলে তারপর পা ছোঁওয়া...সব বাজে কথা।
আমি নিয়মিত এবং নিয়মমাফিক ব্যায়ামের কথা বলেছি...যেমন দৌড়, সাঁতার...
দৌড় ? ওটা করলে তো আমাকে পাগল মনে হবে।
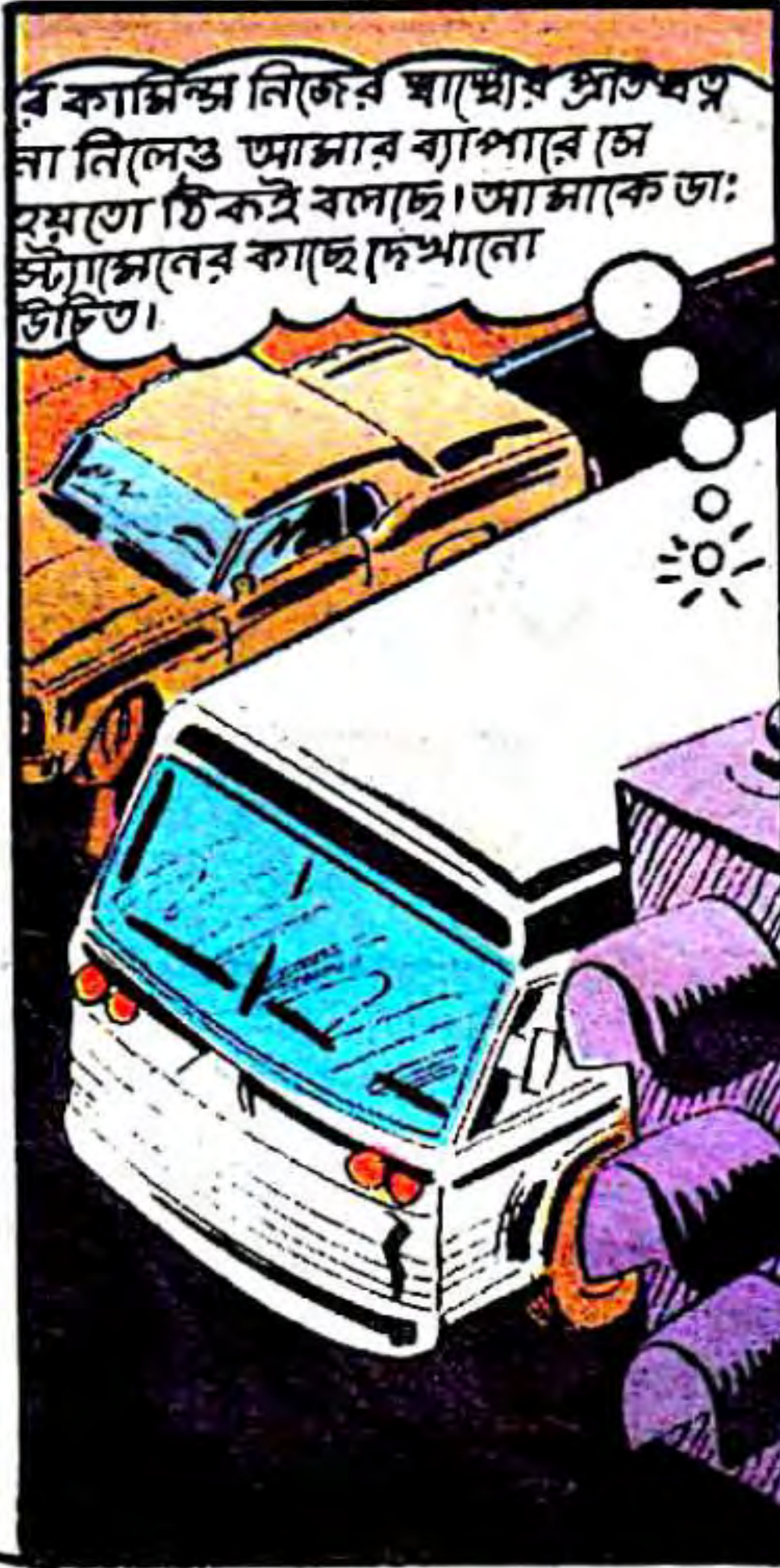
তোমার এই অল্প বয়সে এমন খারাপ স্বাস্থ্য থাকাটা ঠিক নয়। আমার পরামর্শ অনুযায়ী চললে তুমি অনেক দিন সুখে বাঁচতে পারবে।

ঠিক আছে... কিন্তু আমি সিগারেট ছাড়তে পারব না।

ডাক্তাররা সর্বদাই প্রকৃত অবস্থাটা না বলে সেটাকে আরও খারাপ অবস্থায় বলে দেয়।

আমার কাছে স্যাণ্ডউইচ রয়েছে... কিন্তু খাওয়ার মোটেই ইচ্ছা নেই। এ কে হতে পারে?

টি ন ন ন

আরে আপনি! আপনার কি চাই, মি. কামিন্স?

আপনি আমাকে রে নামে ডাকুন।...

...আর আমি এটা চাই যে আপনি স্নীকারস বা কোন আরামদায়ক জুতো পরুন আর রাতে খাওয়ার আগে আমার সাথে এক ঘন্টা বেড়ান।

আমি খাবার খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছিলাম.. আমার বেশী একটা খিদে নেই।

একটু জোরে হাঁটার পর খিদে পেয়ে যাবে। যান, গরম পোশাকে পরে নিন... আমি অপেক্ষা করছি।

মনে হচ্ছে, ওর থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই।

প্রিয় ডায়রী, অভ্যাসের বশে আমি আমার জ্যাকেটের পকেটে সিগারেট রাখতে যাই, কিন্তু রে আমার দিকে তাকিয়ে থাকায় আমি সেটা পারি না।
একটু বেশী সময় ঘুরব আমরা। দস্তানা পরে নিন।
এতে কোন লাভ হবে না। এতে বরং ক্ষতি হতে পারে।
রে! আজ আমার অতটা ঠাণ্ডা লাগছে না, যতটা সাধারনত লাগে।
তোমার খুব কাশি হয়েছে আর এটার একমাত্র কারন হল বেশী সিগারেট খাওয়া।
এসব আপনি কিভাবে জানলেন?
ডা: স্ট্যামেন আর আমি সকালে এক-সাথে দৌড় লাগাই। তোমার এই কাশির জন্য আমি আজ সকালে ওনার সাথে কথা বলেছিলাম। ওনার কাছ থেকেই এটা জানতে পারলাম। এসো, ওখানে কিছু খাওয়া যাক।
প্রিয় ডায়রী, যে রেস্টুরেন্টে ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেটা খুব সুন্দর গরম ছিল আর সালাদ ও মাংসটাও খুব সুস্বাদু ছিল।
লীনা, তাহলে তোমার খিদে পেয়েছে দেখছি।
এটার জন্য তো পাবেই...কিন্তু রোজ এমন মাংস কে কিনে খেতে পারবে?
আমি পুষ্টিকর খাবার খাই। কিন্তু আমি নিজে রান্না করতে পারি না, লীনা। যদি আমি কখনো মাংস নিয়ে আসি, তাহলে তুমি ওটা...
রে! আমি ভাল রান্না করতে পারি। তোমাকে আমি খুব ভাল খাবার বানিয়ে খাওয়াব। মাংসের স্টু খেতে চাও?

প্রিয় ডায়রী, আমি আর বাড়ী ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম না, আর...
আরে! অনেক সময় সিগারেট না খেয়ে কাটিয়ে দিলাম।
আবার কে এল?
ডিং ডং
হে ভগবান! তুমি...? তোমার চোখ কি এক্স-রের মতো সব দেখতে পায়?
আমি জানতাম তুমি সিগারেট খাওয়ার জন্য শীঘ্র বাড়ী ফিরবে। ভেতরে যাব কি?
তুমি এখানে থাকলে তো আমার এই সিগারেট খাওয়া হবে না। তুমি তো আমার মায়ের মতো সুখ ভাঙাবে।
ওনাকে কেন দোষ দিচ্ছ? যে ধূমপান করে না, তার পক্ষে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে শ্বাস নেওয়া কঠিন।
অধিকাংশ লোকদের মতো ধূমপান ছেড়ে দেওয়াটা আমার পক্ষে খুব কঠিন। কারণ আমি বেশী বাইরে না গিয়ে ঘরে বসে থাকি আর টিভি দেখি।
লীনা, বাইরে ঘুরে-ঘুরে দেখার অনেক কিছু রয়েছে।
আমি কলেজ থেকে কিছু কোর্স করতে যাচ্ছি। দু দিন পর ক্লাস শুরু হবে। তুমি চাইলে লেখনী বা বানিজ্যিক আইনকানুন ইত্যাদির কোর্স করে নিতে পারো।...
আচ্ছা, আমিও করব।
প্রিয় ডায়রী, এখনো ধূমপানের ব্যাপারে ও আমাকে কিছু বললে আমি খুব বিরক্তি বোধ করি। কিন্তু তবুও রোজ আমরা দুজনে একসাথে দৌড়তে যাই।
একটু আস্তে-আস্তে দৌড়ও, লীনা... ব্যস্ত হবে না।

একটু দম নিই... এমন মনে হচ্ছে যেন আমরা অনেকক্ষণ ধরে দৌড়চ্ছি...অথচ মাত্র দশ মিনিট হয়েছে।

লীনা, আরও একটু দৌড়লে আমাদের খিদে পেয়ে যাবে আর আমরা পেটভরে মাংসের স্টু খেতে পারব।

প্রথমে এসব আমার বিশ্বাস হত না...কিন্তু ধীরে-ধীরে আমার কাশি বন্ধ হয়ে গেল...আমার খিদে লাগতে লাগল আর আমার ওজনও বাড়তে লাগল...কিন্তু মোটা হয়ে যাইনি আমি।

আজ রাতে আমরা এক মাইল দৌড়েছি এতটা যে দৌড়তে পারব...কখনো ভাবতেও পারিনি।

এক মাস পর, প্রিয় ডায়রী...

রে এখনো দৌড়চ্ছে, ও যেন তাড়াতাড়ি এসে পড়ে... আমার খুব খিদে পেয়েছে।

লীনা, আজ রাতে দৌড়তে যাব না। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নেব।

তাহলে চলো, বাজারে যাই। আমাকে কিছু নতুন জামা-কাপড় কিনতে হবে যেগুলো পরলে খুব ভাল দেখাবে আমায়।

আমি রে কামিন্সকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলাম...আমি সুগন্ধি তেল আর আতর লাগাই...তারপর একটু সেজেগুজে নিই।

বাঃ! তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না! আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে!

কারণ আমিও ভেতর থেকে এক নতুন রূপে নিজেকে পাচ্ছি। তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে।

এইভাবে কয়েক মাস ধরে রে আর আমি প্রত্যহ সন্ধ্যায় দৌড়তে থাকি। আমি তিন মাইল পর্যন্ত দৌড়তাম।

আমি যে সেই লীনা এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না, প্রিয়তম। আগে আমি কত উদাস আর চিন্তিত থাকতাম, তাই না ?

না তো, লীনা!

তোমাকে তো খুব সুন্দর লাগত... আমি এই কারণে খুব খুশি যে তুমি ডা: স্ট্যামেনের পরামর্শ মেনে চলেছ।

প্রিয়তম, আজ কি কোন বিশেষ ব্যাপার আছে ?

অবশ্যই আছে কারণ আমি আমার হবু স্ত্রীকে সুস্থ ও খুশি দেখতে চাই। আর এবার আমরা দুজনে বিয়ে করব, তাই তো ?

প্রিয় ডায়রী,
আর ও আমার উত্তরের প্রতীক্ষাও করেনি, কারণ ও জানতো যে আমিও ওকে ভালবাসি।

সমাপ্ত

আইভার লোট আর টনি ব্রোক

আজ পাখিদের কত সুন্দর ডাক শোনা যাচ্ছে!
চার্প! টুই-টুই টুইট-টুইট! চিঁচিঁ!

কিন্তু হঠাৎ...
একী! ওটা কি ছিল?
পাঁপ-পাঁপ

আইভার লোট! আমাকে চেনা উচিত ছিল।

আমার জন্য বড় একটা চকলেট বার নিয়ে এসো, জন। এখুনি।
পাখীদের নকল করছ কেন, আইভার?

একটা চাকরকে ডাকার এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়। ওরা এটা বলতে পারবে না যে শুনিনি।
মনে হয় গোটা শহর তোমার সিটি শুনেছিল।

আমাকে ঐ নদীটা পার করতে হবে। আমার তিনটে চাকরের দরকার হবে।
আরে, চলে এসো! তুমি লাফিয়ে ওটা পার করতে পারবে।

পাঁপ! পাঁপ পাঁপ!

আমাকে পার করতে হবে। সাহায্য করো!

ওহো! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

শীঘ্র ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে এসো। শীঘ্রই তোমাদের দরকার হতে পারে।
একটু সামনে...
এই গেট বন্ধ রয়েছে। এটা খুলে ঐ জলকাদায় ভরা মাঠে লাল কার্পেট বিছাতে চাকর চাই।
পীঁপ্! পীঁপ্!!
কোথায় ওরা? এখানে না আসার সাহস ওদের হল কিভাবে!
আরে, চলে এসো, আইভার। আমার মতো করো দেখি।
মোটেই নয়। আমার কথা অমান্য করার জন্য ওদের শাস্তি দিতে হবে।
পীঁপ্! পীঁপ্!
আঃ! জন, ডেভিড!
কি ব্যাপার? তোমরা কি আইভারের বাঁশির শব্দ শুনে কিছুক্ষণের জন্য কালা হয়ে গিয়েছিলে?
ওহো! ইস্!
একটু পরে...
পীঁপ্!
একটুও ফেলবে না, আইভার, তাহলে তোমার বাবা আবার রান্নাঘর থেকে আনতে বলবে।
SID BURGESS

দি লকহর্নস

লোরেটা সর্বদাই অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে চায়।

হ্যাঁ, লেরয়, আমিই দোষী। আমার রান্নার কাজ না থাকলে মেঝে পরিষ্কার করতে হয়।

এখনও লেরয় আমার চক্ষুশূল হয়ে আছে।

যখন সবার কথাবার্তা শেষ হয়, লোরেটা তখনও বলতে থাকে।
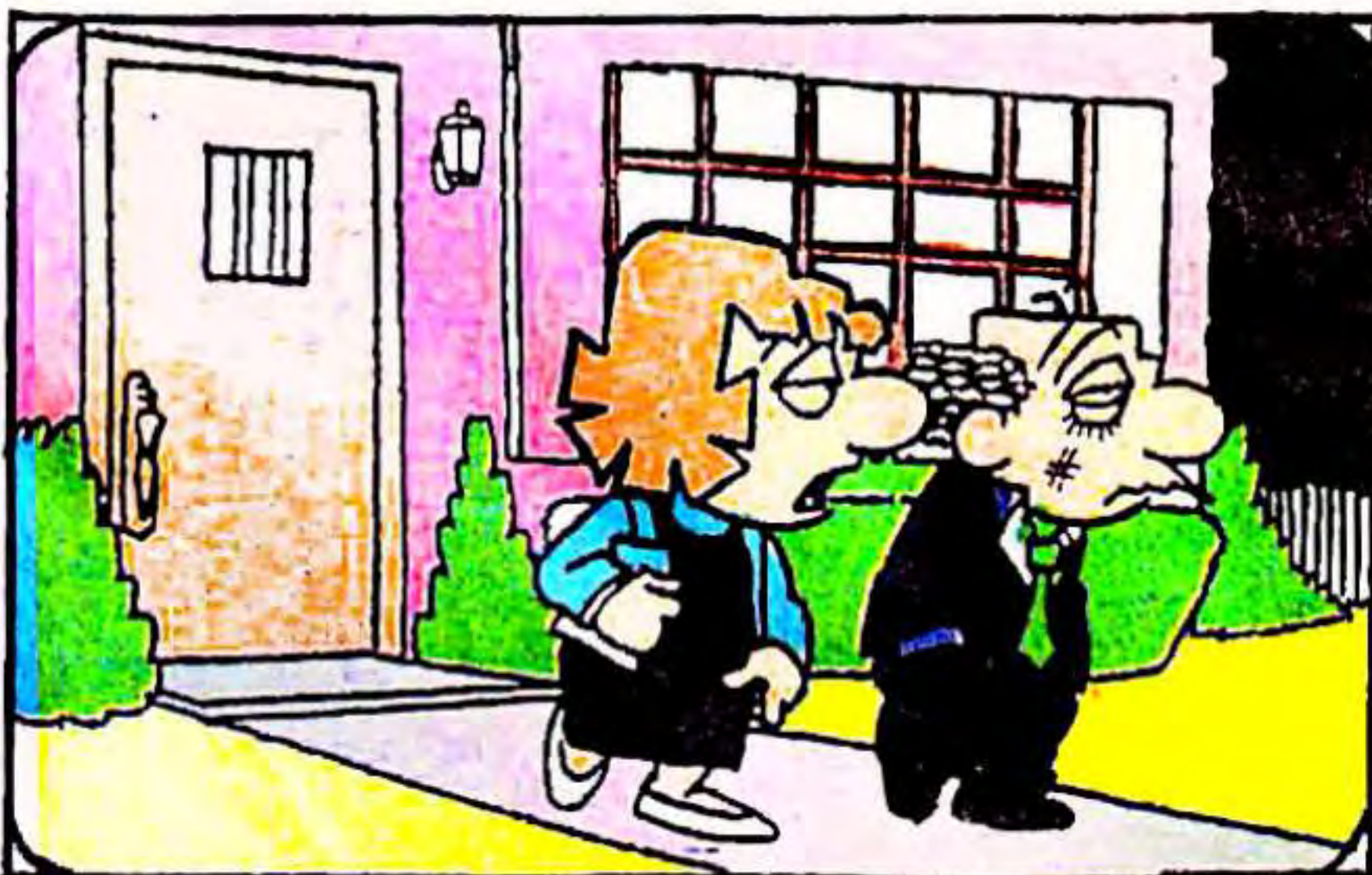
তুমি কখনো কাউকে বোকা বানাতে পারনি... একবারও নয়।
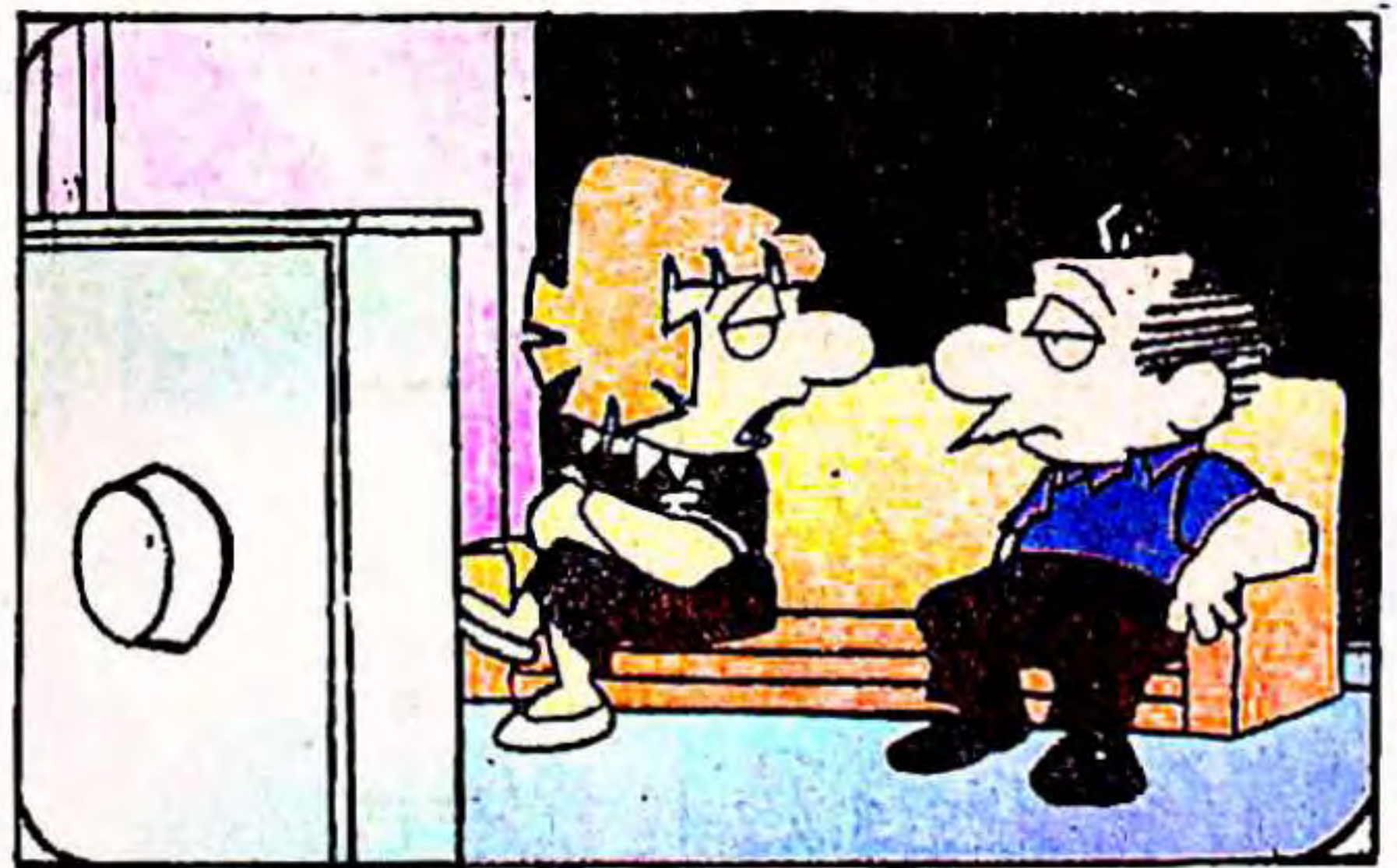
শোন, যখন ঘটক আমাকে কোন ভাঁড়ের সাথে সময় কাটানোর পরামর্শ দিয়েছিল, তখন আমি এটা বুঝতে পারতাম না যে তিনি হলেন হোমার সিমসন।

পিঙ্কী

প্রাণ

কুটকুট! দাঁত কটরমটর কোর না।

কিট্‌কিট্‌!

কিট্‌কিট্‌!

আমি টিভির ডায়লগ শুনতে পাচ্ছি না।

ওফ্‌-হো! শান্তিতে টিভিও দেখতে পারব না।

ট্রিন্‌-ট্রিন্‌! ট্রিন্‌ন্‌!

আমি এখুনি আসছি।

ট্রিন্‌ন্‌!

এটা কি পাগলাগারদ?

রং নাম্বার!

 35-A

না, কুটকুট! টিভির স্ক্রীন ভেঙে যাবে।

ওটা আসলে নয়।

তোমার সাথে টিভি দেখাটাই বিপদ!

এসো, বাইরে যাই!

রঘু! কার জন্য অপেক্ষা করছ?

তোমাকে আমি একটা দুর্লভ জিনিস দেখাতে চাই।

কুটকুটকে সাথে নিয়ে ভেতরে যেতে পারি?

নিশ্চয়ই!

এসো!

জানো ঐ টেবিলে কি রাখা আছে?

এটা ?... এটা একটা সাধারন পাথর।

না! মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং চাঁদ থেকে যেসব পাথর এনেছিলেন, এটা হল তাদের মধ্যে একটা।
এটা যদি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, তাহলে এটা পৃথিবীর মামুলি পাথর আর তা না হলে এটা চাঁদের পাথর।
ঠিক আছে।
?!
পাথর ভাঙেনি!
কিন্তু এটা আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।
চলে এসো, কুটকুট!

ওহো বৃষ্টি! আমাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

এই ছাতাটা নিয়ে যাও।

এটা মাথায় দিলে আমি ভিজে যাব না।

কুটকুট কোথায় গেল?

ছাতার তলায় এসো!

কুটকুট! তুমি আমার কাঁধে উঠে বসে পড়ো।

ওহো! জল আরও বাড়ছে।

বাঃ!

STORES

সমাপ্ত